দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ AUG -8 1999
পৃষ্ঠা 4 কলাম 6

56

সাটুরিয়ায় বন্যাপরবর্তী পুনর্বাসন

১৭ স্কুল সংস্কারের জন্য বরাদ্দ ১১ লাখ টাকার অর্ধেক আত্মসাত

মানিকগঞ্জ, ৭ আগস্ট, নিজস্ব সংবাদদাতা ॥ সাটুরিয়া থানার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর বন্যাউত্তর পুনর্বাসন কাজে দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া গেছে। নামমাত্র সংস্কার করে ১৭টি স্কুলের জন্য বরাদ্দ প্রায় এগারো লাখ টাকার অর্ধেকেরও বেশি হাতিয়ে নিয়েছে শিক্ষা বিভাগের একশ্রেণীর কর্মকর্তা-কর্মচারী। ভুয়া বিল-ভাউচার বানিয়ে জায়েজ করে নিয়েছে আত্মসাতের টাকা। এ দুর্নীতির সঙ্গে শিক্ষা বিভাগের কর্মচারী, মূল পরিচালনা কমিটির কর্মকর্তা ও থানার উর্ধতন কর্মকর্তারাও জড়িত থাকার অভিযোগ উঠেছে।

গত বন্যায় সাটুরিয়ার ক্ষতিগ্রস্ত ১৭টি প্রাথমিক বিদ্যালয় মেরামতের জন্য দশ লাখ ষাট হাজার টাকা বরাদ্দ আসে। সরেজমিনে ক্ষতিগ্রস্ত স্কুলগুলো পরিদর্শন করে দেখা গেছে, খাতা-কলমে মেরামতের যে হিসাব দেয়া হয়েছে বাস্তবের সঙ্গে তার মিল নেই। অনুসন্ধান করে দেখা গেছে, থানা শিক্ষা বিভাগের হিসাবরক্ষক নিজ হাতে সমস্ত বিল, ভাউচার তৈরি করেছেন। মেরামত করা ১৭টি স্কুলের ফাইলের বিল ভাউচার একই হাতের লেখা। এ ব্যাপারে হিসাবরক্ষক জামান সাহেবকে প্রশ্ন করলে তিনি এসব অস্বীকার করেন। কিন্তু তার হাতের লেখার অনুরূপ হাতের লেখা প্রতিটি ফাইলের বিল ভাউচারে কিভাবে আসল সে ব্যাপারে তিনি কোন সদুত্তর দিতে পারেননি। সাটুরিয়া থানা নির্বাহী কর্মকর্তা জানান, তিনিও স্কুল মেরামতে দুর্নীতির কথা শুনেছেন। তবে বিষয়টি তিনি তদন্ত করে দেখবেন। সাটুরিয়া থানা হিসাবরক্ষণ বিভাগের এক কর্মকর্তা জানান, শিক্ষা বিভাগের ঐ ১৭টি স্কুল মেরামতের ফাইলে একই হাতের লেখা বিল ভাউচার দেখে তাদেরও সন্দেহ হয়েছে। কিন্তু ওপর মহলের চাপে তাদেরকে বিল পাস করতে হয়েছে।